

■■ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৮২৩

৮৬/ দন্ডবিধি (كتاب الحدود)

পরিচ্ছেদঃ ৮৬/২৭. যে কেউ শাস্তির ব্যাপারে স্বীকার করল অথচ বিস্তারিত জানাল না, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা সঠিক হবে কি?

بَابِ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

আরবী

عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَكَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةُ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ» قَالَ : «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ: فَيَّ كِتَابَ اللهِ! «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ» قَالَ : «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ: خَدَّلُكَ

বাংলা

৬৮২৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তখন এক লোক তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শান্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমাকে শান্তি দিন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস (রাঃ) বলেন তখন সালাতের সময় এসে গেল। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করল। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করলেন, তখন লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শান্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শান্তি দিন। তিনি বললেনঃ তুমি কি আমার সাথে সালাত আদায় করনি? সে বলল, হাাঁ। তিনি বললেন নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথবা বললেনঃ তোমার শান্তি (ক্ষমা করে দিয়েছেন)।[1] [মুসলিম ৪৯/৭, হাঃ ২৭৬৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৫২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৩৬৫)

English



Narrated Anas bin Malik:

While I was with the Prophet (*) a man came and said, "O Allah's Messenger (*)! I have committed a legally punishable sin; please inflict the legal punishment on me'.' The Prophet (*) did not ask him what he had done. Then the time for the prayer became due and the man offered prayer along with the Prophet (*), and when the Prophet (*) had finished his prayer, the man again got up and said, "O Allah's Messenger (*)! I have committed a legally punishable sin; please inflict the punishment on me according to Allah's Laws." The Prophet (*) said, "Haven't you prayed with us?' He said, "Yes." The Prophet (*) said, "Allah has forgiven your sin." or said, "....your legally punishable sin."

ফুটনোট

[1] কেউ যদি কোন ছোট পাপ করে, তবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে তার পাপ মুছে যায়। কারণ অঞ্লীল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সালাতে আল্লাহর নিকট সাহায্যের আবেদন নিবেদন করা হয়। কেউ যদি সালাত প্রকৃতভাবেই আদায় করে, তবে তার গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপভাবে ওযূর মাধ্যমেও ছোট ছোট গুনাহগুলো ঝরে যায়। কিন্তু কাবীরাহ্ গুনাহ্ তাওবাহ্ ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না [সূরা নিসার ৩১ নং আয়াত এবং নাবী (সাঃ)-এর বাণী যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ''মিশকাত'' (৫৬৪)]।

সংক্ষেপে তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্যতার শর্তসমূহঃ (১) একমাত্র আল্লান্ফে সম্ভুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাওবাহ্ হতে হবে।
(২) কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। (৩) সে গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। (৪) পুনরায় সে গুনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (৫) তাওবাহ্ কবূল হওয়ার সময়ের মধ্যেই তাওবাহ্ করতে হবে।
অর্থাৎ আত্মা বের হয়ে যাবার সময় [মৃত্যুর সময়] গড়গড় শব্দ করা শুরু হয়ে গেলে আর সে সময়ে তাওবাহ্
করলে, তাওবাহ্ কোন কাজে লাগবে না (অর্থাৎ এর পূর্বেই তাওবাহ্ করতে হবে যেমনটি সহীহ্ হাদীস সমূহের
মধ্যে বর্ণিত হয়েছে) এবং সূর্য পশ্চিম হতে উদিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ্ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের
আলামত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয়ে গেলে আর তাওবাহ্ করার সূযোগ থাকবে না। (৬) এ ছাড়া বান্দার
হক নষ্ট করে থাকলে তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং সে ক্ষমা করলেই ক্ষমা পাওয়া যাবে। তবে
কোনক্রমেই যদি তার নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।
হয়তো এর মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। (৭) সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী
আমল থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

''আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদ্'আতির বিদ্'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন'। [হাদীছটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন ''সহীহ আত-তারগীব অত-তারহীব'' (১/১৩০ হাঃ নং



৫৪] এবং "সিলসিলাতুস সাহীহাহ" (১৬২০)]।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন